৩১-০৫-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমৎ অনুসারে চলে পবিত্র হলে ধর্মরাজের শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। হীরেতুল্য হতে চাইলে জ্ঞান অমৃত পান কর, বিষকে ত্যাগ কর।"

প্রশ্নঃ- কিসের ভিত্তিতে সত্যযুগের সমস্ত পদ প্রাপ্ত হবে?

উত্তরঃ- পবিত্রতা। তোমাদেরকে স্মরণে থেকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। পবিত্র হলেই সদগতি হবে। যে পবিত্র হয়না সে শাস্তি ভোগ করে নিজের ধর্মতে চলে যায়। তুমি চাইলে ঘরেও থাকতে পার কিন্তু কোনও শরীরধারীকে স্মরণ কর না। পবিত্র থাকলে উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে।

গীতঃ- তোমাকে পেয়ে আমি দুনিয়া পেয়ে গেছি...

ওম্ শান্তি। শিব ভগবানুবাচ। অন্য কাউকে ভগবান বলা হয় না। একমাত্র নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকেই শিববাবা বলা হয়। তিনি হলেন সকল আত্মার পিতা। প্রথমে এইটা নিশ্চয় হতে হবে যে আমরা অবশ্যই শিববাবার সন্তান। দুঃখের সময়ে সবাই বলে হে পরমাত্মা সাহায্য কর, দয়া কর। কিন্তু এটা জানেনা যে আমি অর্থাৎ আত্মাই পরমাত্মাকে স্মরণ করি। তিনি হলেন আমার অর্থাৎ আত্মার পিতা। এখন সমগ্র দুনিয়াটাই হল পতিত আত্মাদের দুনিয়া। তারা গায়ন করে যে আমরা হলাম অধম, পাপী আর তুমি হলে সম্পূর্ণ নির্বিকারী। কিন্তু তারা নিজেকে চিনতে পারেনা। বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা যেহেতু বল যে একমাত্র ভগবানই সকলের পিতা, তাহলে তোমরা তো নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তবে শারীরিক দিক দিয়ে দেখলে তোমরা হলে ভাই-বোন। শিববাবার সন্তান অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবারও সন্তান। ইনি হলেন তোমাদের বেহদের বাবা, শিক্ষক এবং সদগুরু। যিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে পতিত বানাই না। আমি তো পবিত্র বানানোর জন্য এসেছি, তবে যদি আমার মত অনুসারে চল তাহলে। এখানে তো সকল মানুষই রাবণের মত অনুসারে চলছে। সবার মধ্যেই ৫ বিকার আছে। বাবা বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা এখন নির্বিকারী হও, শ্রীমৎ অনুসারে চল। কিন্তু বিকারকে ছাড়তেই চায় না। তাই স্বর্গের মালিকও হবে না। সবাই অজামিলের মত পাপী হয়ে গেছে। এরা হল রাবণ সম্প্রদায়, এটা শোক বাগিচা, সবাই কত দুঃখী। বাবা এসে পুনরায় রাম রাজ্য বানান। তোমরা বাচ্চারা জান যে এইটা হল সত্যিকারের যুদ্ধের ময়দান। গীতাতে ভগবান বলেন যে কাম হল মহাশত্রু, এর ওপর বিজয়ী হও। কিন্তু বিজয়ী তো হয়না। এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। তোমরা আত্মারা এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শোনো এবং অন্যকেও শোনাও। আত্মাই অভিনয় করে। আমরা হলাম আত্মা, শরীর ধারণ করে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করি। কিন্তু মানুষ আত্ম-অভিমানী হওয়ার বদলে দেহ-অভিমানী হয়ে গেছে। বাবা এখন বলছেন, দেহী-অভিমানী হও। সত্যযুগে আত্ম-অভিমানী থাকে কিন্তু পরমাত্মাকে জানেনা। এখন তোমরা দেহ-অভিমানী হয়ে গেছ এবং পরমাত্মাকেও জানোনা । তাই তোমাদের এত দুর্গতি হয়েছে। দুর্গতি যে হয়েছে সেটাও বুঝতে পারেনা। যাদের কাছে অনেক সম্পত্তি আছে তারা মনে করে আমরা তো স্বর্গেই বসে আছি। বাবা বলছেন, এরা সবাই গরিব হয়ে যাবে। কারণ বিনাশ তো হবেই। বিনাশ হলে তো ভালোই হবে, তাই না? আমরা পুনরায় মুক্তিধামে চলে যাব। এরজন্য খুশি হতে হবে। তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছ। মানুষ তো মৃত্যুকে ভয় পায়। বাবা তোমাদেরকে বৈকুন্ঠতে যাওয়ার মত যোগ্য বানাচ্ছেন। পতিতরা তো পতিত দুনিয়াতেই জন্ম নেয়। স্বর্গতে কোনও পতিত থাকবে না। বাবা মূল যে কথাটা বলেন সেটা হল - পবিত্র হও।

পবিত্র না হলে পবিত্র দুনিয়াতে যেতে পারবে না। পবিত্রতার জন্যই অবলাদের ওপর অত্যাচার হয়। বিষকেই অমৃত মনে করে। বাবা বলছেন, জ্ঞান অমৃতের দ্বারা তোমাদেরকে হীরেতুল্য বানাচ্ছি কিন্তু তোমরা বিষ পান করে কড়িতুল্য হয়ে যাচ্ছ কেন। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা বিষ পান করে এসেছ, এখন আমার নির্দেশ পালন কর। নাহলে ধর্মরাজের ডান্ডা খেতে হবে। লৌকিক বাবাও বলে বাচ্চা, এমন কোনও কাজ করোনা যাতে বংশের বদনাম হয়। বেহদের বাবা বলছেন, শ্রীমৎ অনুসারে চল, পবিত্র হও। তোমাদের মুখ এখন এমনিতেই কালো, কামচিতার ওপর বসলে আরও কালো হয়ে যাবে। এখন তোমাদেরকে জ্ঞানচিতার ওপর বসিয়ে ফর্সা বানানো হচ্ছে। কামচিতাতে বসলে স্বর্গের সুখও দেখতে পারবে না। তাই বাবা বলেন, শ্রীমৎ অনুসারে চল। বাবা তো বাচ্চাদের সাথেই কথা বলবেন, তাই না? বাচ্চারাই জানে যে বাবা আমাদেরকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য এসেছেন। কলিযুগ এখন সমাপ্ত হবে। যে বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলবে তারই সদগতি হবে। পবিত্র না হলে শাস্তি ভোগ করে নিজের ধর্মতে চলে যাবে। ভারতবাসীরাই স্বর্গবাসী ছিল, এখন পতিত হয়ে গেছে। স্বর্গ সম্বন্ধে তারা কিছুই জানেনা। তাই বাবা বলেন, তোমরা আমার শ্রীমৎ অবজ্ঞা করে অন্যের মত অনুসারে চলে যদি বিকারে লিপ্ত হও তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তারপর হয়তো শেষের দিকে স্বর্গতে আসবে কিন্তু খুব নিচু পদ পাবে। এখন যে ধনী, সে ওখানে গরীব হয়ে যায় আর যে এখানে গরিব সে ওখানে ধনী হয়ে যাবে। বাবা হলেন গরিব-নওয়াজ। সবকিছুরই মূল ভিত্তি হল পবিত্রতা। বাবার সাথে যোগ লাগালেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। ঘরবাড়ি ত্যাগ করতে বলি না। ঘরেই থাক, কিন্তু বিকারে লিপ্ত হয়েও না এবং কোনও শরীরধারীকে স্মরণ করোনা। এখন সকলেই পতিত। সত্যযুগে পবিত্র দেবতারা ছিল। তারাও এখন পতিত হয়ে গেছে। পূনর্জন্ম নিতে নিতে এখন তাদের অন্তিম জন্ম। তোমরা সবাই পার্বতী, অমরনাথ রূপে বাবা এখন তোমাদেরকে অমরপুরীর মালিক বানানোর জন্য অমরকথা শোনাচ্ছেন। তাই এখন এই অমরনাথ বাবাকেই স্মরণ কর। স্মরণের দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। শিব, শঙ্কর কিংবা পার্বতী কোনও পাহাড়ের ওপর বসে থাকে না। এইগুলো হল ভক্তিমার্গের ধাক্কা। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা অনেক ধাক্কা খেয়েছ। বাবা এখন বলছেন, আমি তোমাদেরকে স্বর্গে নিয়ে যাব। সত্যযুগে কেবল সুখই সুখ। ধাক্কাও খাবে না আর পড়েও যাবে না। পবিত্র থাকাই হল মুখ্য বিষয়। এখানে যখন অনেক অত্যাচার হয় তখন পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়ে যায় এবং বিনাশ হয়। এখন কেবল এক জন্ম পবিত্র থাকলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। তবে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। যে আগের কল্পে শ্রীমৎ অনুসারে চলেনি সে এই কল্পেও চলবেনা এবং পদও পাবে না। তোমরা সকলে এক পিতার সন্তান। তাই তোমরা হলে ভাই-বোন। কিন্তু বাবার সন্তান হওয়ার পরেও যদি পতিত হও তাহলে একেবারে রসাতলে চলে যাবে। আরও পাপ আত্মা হয়ে যাবে। এটা হল ঈশ্বরীয় সরকার। আমার মত অনুসারে চলে পবিত্র না হলে ধর্মরাজের কাছে অনেক কঠিন শাস্তি পেতে হবে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে যত পাপ করেছ, শাস্তি ভোগ করে সেইসব পাপের হিসাবপত্র সমাপ্ত করতে হবে। হয় যোগবলের দ্বারা বিকর্মকে ভস্ম করতে হবে নাহলে খুব কঠিন শাস্তি পেতে হবে। কতজন ব্রহ্মাকুমার, কুমারীরা আছে। তারা সকলেই পবিত্র থাকে, ভারতকে স্বর্গ বানায়। তোমরা হলে শিবশক্তি-পাণ্ডবসেনা, এর মধ্যে গোপ-গোপী উভয়ের কথাই আছে। ভগবান তোমাদেরকে পড়ান। লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান-ভগবতী বলা হয়। তাদেরকে নিশ্চয়ই ভগবানই উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন। ভগবান এসেই তোমাদেরকে দেবতা বানান। সত্যযুগের রাজা-রানী এবং প্রজারা একইরকম জায়গায় থাকবে। তখন সকলেই শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, এখন রাবণ রাজ্য হয়ে গেছে। রামরাজ্যতে যেতে চাইলে পবিত্র হও এবং রামের মত অনুসারে চল। রাবণের মত অনুসারে চললে তো তোমাদের দুর্গতি হয়।

এমন কথাও প্রচলিত আছে যে কারোর সম্পত্তি হয়তো মাটির নিচে চাপা পড়ে যাবে। সোনাদানা সব মাটির নিচে কিংবা দেওয়ালের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। হঠাৎ যদি মারা যায় তাহলে সেইগুলো সব ওখানেই থেকে যাবে। বিনাশ তো হবেই। যখন ভূমিকম্প ইত্যাদি হয় তখন অনেক চোরও বেড়িয়ে পড়ে। এখন ধনী বাবা এসেছেন তোমাদেরকে আপন বানিয়ে বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য। আজকাল বাণপ্রস্থ অবস্থাতেও বিকার ছাড়া থাকতে পারেনা। একদম তমপ্রধান হয়ে গেছে। বাবাকে চেনেই না। বাবা বলছেন, আমি পবিত্র বানাতে এসেছি। বিকারে লিপ্ত হলে খুব কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আমি তোমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করতে এসেছি। কিন্তু তোমরা আবার পতিত হয়ে গিয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি কর। স্বর্গ রচনার কার্যে যদি বাধা দাও তাহলে খুব কঠিন শাস্তি পেতে হবে। আমি তোমাদেরকে স্বর্গবাসী বানানোর জন্যই এসেছি। বিকার ত্যাগ না করলে ধর্মরাজের দ্বারা প্রহৃত হবে। তখন ত্রাহি ত্রাহি করতে হবে। এটা হল ইন্দ্রসভা। কাহিনী আছে যে ওখানে জ্ঞান পরীরা ছিল। কিন্তু কোনো পতিতকে নিয়ে যাওয়ার ফলে তার অনুকম্পন ছড়াতে থাকে। এই সভাতে কোনও পতিতকে বসতে দেওয়া হয়না। পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা না করলে এখানে বসতে দেওয়া হয়না। নাহলে যে নিয়ে আসবে তার ওপরেও দোষ পড়ে যাবে। বাবা তো জানেনই। কিন্তু তাও এইরকম কাউকে নিয়ে আসলে তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিববাবাকে স্মরণ করলে আত্মা শুদ্ধ হতে থাকে। বায়ুমণ্ডল শান্ত হয়ে যায়। বাবাই বসে পরিচয় দেন যে আমি তোমাদের বাবা। ৫ হাজার বছর আগের মত তোমাদেরকে দেবতা বানাতে এসেছি। বেহদের বাবার কাছ থেকে বেহদ (অসীম) সুখের উত্তরাধিকার নিতে হবে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) যোগবলের দ্বারা সমস্ত হিসাবপত্র সমাপ্ত করে আত্মাকে শুদ্ধ এবং বায়ুমণ্ডলকে শান্ত বানাতে হবে।

২) বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলে সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। বিকারের বশীভূত হয়ে স্বর্গ রচনার কার্যে বিঘ্নরূপ হওয়া যাবে না।

বরদান:- বিশেষত্বপূর্ণ সংস্কারকে নিজের স্বভাবে পরিণত করে সাধারণত্বের সমাপ্তকারী মরজীবা হও।

যেমন কারোর কোনো স্বভাব থাকলে সেটা নিজে থেকেই কাজ করে। এর জন্য চিন্তা করে করতে হয়না। এইরকম বিশেষত্বপূর্ণ সংস্কারও যদি স্বভাবে পরিণত হয়ে যায় তাহলে প্রত্যেকের মুখ এবং মন থেকে এই কথাই বেরিয়ে আসবে যে এই বিশেষ আত্মার স্বভাবই বিশেষতাপূর্ণ। সাধারণ কর্মের সমাপ্তি হলে তবেই মরজীবা বলা যাবে। অর্থাৎ সাধারণত্ব থেকে মৃত এবং বিশেষতার মধ্যে জীবিত আছে। সংকল্পের মধ্যেও যেন কোনও সাধারণত্ব না থাকে।

স্লোগান:- সমর্থ আত্মা সে-ই, যে কোনও না কোনও উপায়ে ব্যর্থকে সমাপ্ত করে দেয়।

সাকার মুরলী থেকে গীতার ভগবানকে প্রমাণ করার পয়েন্টস (ক্রমশঃ অংশ-৪)

১) মন্মনা ভব, মধ্যাজী ভব... গীতার এইরকম কিছু কিছু কথা সত্য। কারণ বাবা এখন তোমাদেরকে যে জ্ঞান শোনাচ্ছেন তা প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। কারোর কাছেই এই জ্ঞান থাকেনা যে গীতা জ্ঞানের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ এই পদ পেয়েছে।

২) সত্যযুগে যখন এদের (দেবতাদের) রাজত্ব ছিল তখন অন্য কোনও ধর্ম ছিলনা। তখন জনসংখ্যাও খুব কম ছিল। তাহলে অবশ্যই গীতাজ্ঞান দানের পর বিনাশ হয়ে যাবে। তাই মহাভারতের যুদ্ধের গায়নও আছে।

৩) এখন বলাহয় যে এখন মহাভারতের যুগ চলছে। তাহলে নিশ্চয়ই ভগবানও আছেন। সেটা তো কৃষ্ণ নয়। গীতা জ্ঞানের দ্বারা তো কৃষ্ণের আত্মা রাজত্ব পেয়েছিল। তাই গীতা হল মাতা, যার দ্বারা তোমরা দেবতা হচ্ছ। অতএব কৃষ্ণের আত্মা গীতা জ্ঞানের দ্বারা রাজযোগ শিখে এইরকম হয়েছে।

৪) কেবল পরমাত্মাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। সবাই তাকেই ডাকে। কৃষ্ণকে কখনও পতিত-পাবন রূপে স্মরণ করে না। তোমরা এখন জেনে গেছ কৃষ্ণের আত্মা, যে সত্যযুগে ছিল, সে অনেক রূপ ধারণ করতে করতে এখন তমপ্রধান হয়ে গেছে। পুনরায় সতপ্রধান হচ্ছে।

৫) শিব ভগবানুবাচ - শিবকেই ভগবান বলা হয়। ভগবান একজনই। কৃষ্ণ তো বাচ্চা। বাবাই জ্ঞান শোনান। তাই বাবার বদলে বাচ্চার নাম জুড়ে দেওয়া - এটা তো অনেক বড় ভুল। বসে বসে কৃষ্ণের চরিত্রই বর্ণনা করে। বাবা বলছেন, কৃষ্ণ কোনও লীলা করেনি। গায়ন করে, প্রভু তোমার অপরম-অপার লীলা। তাই লীলা কেবল একজনেরই।

৬) শিববাবার মহিমা সকলের থেকে আলাদা। তিনি সর্বদা পবিত্র থাকেন কিন্তু পবিত্র শরীরে আসতে পারেন না। পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানানোর জন্যই তাকে স্মরণ করে। তাই বাবা বলছেন, আমাকে পতিত দুনিয়াতে, পতিত শরীরে আসতে হয়। এর (কৃষ্ণের) অনেক জন্মের অন্তিমে এসে প্রবেশ করি।

৭) শাস্ত্রে দেখিয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বদর্শন চক্র দিয়ে অকাসুর-বকাসুর ইত্যাদি অসুরকে মেরেছে। তারপর রামের হাতে তীর দেখানো হয়েছে। দুইজন দেবতাকেই হিংসক বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাদের মহিমার গায়ন করে যে তারা হল ডবল অহিংসক। কাম কাটারিও চালায় না আর ক্রোধ এবং হিংসাও করে না। তারা হল নির্বিকারী দেবী-দেবতা। তাই কৃষ্ণকে ময়ূরপুচ্ছ শোভিত মুকুটধারী দেখানো হয়।

৮) কৃষ্ণকে রুদ্র বলা হয় না। বিনাশও কৃষ্ণ করায় না। স্থাপন, পালন এবং বিনাশ এই তিনটিই পরমাত্মার কর্তব্য। কিন্তু তিনি নিজে কিছু করেন না। নাহলে তাঁর ওপরেই দোষ পড়ে যাবে। তিনি হলেন করন করাবনহার।

৯) কৃষ্ণের ক্ষেত্রে ভগবানুবাচ কথাটা প্রযোজ্য নয়। তিনি তো একজন দৈবীগুণ সম্পন্ন মানুষ, যাকে দৈবী সম্প্রদায় (ডিটিজিম) বলা হয়। এখন দেবী-দেবতা ধর্ম আর নেই। তার স্থাপনা হচ্ছে। তোমরা ব্রাহ্মণরা এখন দেবী-দেবতা ধর্মের হচ্ছ।

১০) মানুষ বলে যে এই পতিত দুনিয়াতে দেবতাদের ছায়াও পড়ে না। এখানে দেবতারা আসেনা। তাদের জন্য তো নতুন দুনিয়া প্রয়োজন। লক্ষ্মীর আহ্বান করলে ঘর বাড়ি কত পরিষ্কার করে। এই দুনিয়া যখন সাফ হবে অর্থাৎ যখন বিনাশ হবে তখনই দেবী-দেবতারা এই দুনিয়াতে আসবে।